139554 - রোগ-বালাই ও মহামারী থেকে সুরক্ষার জন্য দোয়া ও যিকির

প্রশ্ন

বিভিন্ন রোগ-বালাই ও মহামারী যেমন "সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা" থেকে সুরক্ষার জন্য কুরআন-সুন্নাহতে কি কোন দোয়া আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সুন্নাহ-তে এমন অনেক সহিহ হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে যে হাদিসগুলো একজন মুসলিমকে শারীরিক ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্তির জন্য কিছু দোয়া ও যিকির পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যে দোয়া ও যিকিরগুলো নানা রোগ-বালাই ও মহামারী থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমন কিছু হাদিস নিম্নরূপ:

১। উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি তিনবার বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ্র নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমিনে ও আসমানের কোন কিছু ক্ষতি করে না। তিনি হচ্ছেন- সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ) ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে কোন আকস্মিক মুসিবত আক্রমন করবে না। আর কেউ যদি সকালে এ দোয়াটি তিনবার বলে তাহলে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত কোন আকস্মিক মুসিবত তাকে আক্রমন করবে না।"[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (৫০৮৮)]।

আর তিরমিযি (৩৩৮৮) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এ ভাষায় এবং বলেছেন হাদিসটি সহিহ: "কোন বান্দা যদি প্রতিদিন সকালে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় তিনবার বলে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ্র নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমিনে ও আসমানের কোন কিছু ক্ষতি করে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।) তাহলে কোন কিছু তার ক্ষতি করবে না।

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! গত রাতে এক বচ্ছিুর কামড়ে আমি কী কষ্টই না পাচ্ছি! তনিি বললনে: "সন্ধ্যার সময় তুমি যদি বলতে: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (আমি আল্লাহ্র পরপিূর্ণ বাণীসমূহ দয়িে তনিি অনষ্টিকর যা কছিু সৃষ্টি করছেনে তা থকেে আশ্রয় চাচ্ছি) তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করত না।"[সহহি মুসলমি (২৭০৯)]

৩। আব্দুল্লাহ্ বনি খুবাইব (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: এক বৃষ্টমিুখর অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্ধান করছলিাম আমাদরেকে নামায পড়ানোর জন্য। অবশষেে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলাম। তখন তনিি জজ্ঞিসে করলনে: তোমরা নামায আদায় করছে? আমি কছিুই বলনি। এরপর তনিি বললনে: পড়। আমি কছিুই পড়নি। তনিি পুনরায় বললনে: পড়। এবারও আমি কছিুই বলনি। পুনরায় তনিি বললনে: পড়। এবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি পড়ব? তনিি বললনে: যখন তুমি সন্ধ্যাতে উপনীত হবে ও সকালে উপনীত হবে তখন তনিবার পড়বে: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস) এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস তাহলে তা সকল অনষ্টি থকেে তোমাকে রক্ষা করবে।"[হাদসিটি ইমাম তরিমযিি (৩৫৭৫) ও আবু দাউদ (৫০৮২) বর্ণনা করছেনে]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলনে: "আর যে আমলরে মাধ্যমে নরিাপত্তা, সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি ও সকল অনষ্টি থকেে মুক্তি অর্জতি হয় তাহলো: আল্লাহ্র পরপিূর্ণ বাণীসমূহরে মাধ্যমে তনিি ক্ষতকির যা কছিু সৃষ্টি করছেনে সে সব থকেে সকাল-সন্ধ্যায় তনিবার আশ্রয় প্রার্থনা করা: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আমি আল্লাহ্র পরপিূর্ণ বাণীসমূহ দয়িে তনিি অনষ্টিকর যা কছিু সৃষ্টি করছেনে তা থকেে আশ্রয় চাচ্ছি।) কারণ হাদসিগুলো প্রমাণ করে যে, এ বাণীটি সুস্থতার জন্য গৃহীত উপায়সমূহরে মধ্যে অন্যতম। অনুরূপ দোয়া:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ্র নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমনিে ও আসমানরে কোন কছিু ক্ষতি করে না। তনিি হচ্ছনে-সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানয়িছেনে, যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়াটি তনিবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কছিু তার ক্ষতি করবে না। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় বলবে সকাল হওয়া পর্যন্ত কোন কছিু তার ক্ষতি করবে না।"

এ ধরনরে কুরআন ও হাদসিরে যকিরি ও আশ্রয়প্রার্থনীয় বাণী সকল অকল্যাণ থকেে সুরক্ষা, মুক্তি ও নরিাপত্তার লাভরে মাধ্যম। তাই প্রত্যকে মুসলমি নরনারীর জন্য বাঞ্ছনীয় সময়মত এ দোয়াগুলো নয়িমতি পড়া— আল্লাহ্র প্রতি আন্তরকি প্রসন্নতা ও পরপিূর্ণ বশি্বাস নয়িে; যনিি সবকছিুর কর্ণধার, সর্বজ্ঞানী, সবকছিুর উপর ক্ষমতাবান, যনিি ছাড়া কোন উপাস্য নইে, প্রতপিালক নইে, যার হাতে রয়ছেে সবকছিুর পরচিালনা, উপকার, অপকার ও বঞ্চতিকরণ এবং যনিি সকল কছিুর মালকি।"[ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (৩/৪৫৪, ৪৫৫)]

৪। আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতনে ও সকালে উপনীত হতনে তখন তনিি এ দোয়াগুলো পড়া বাদ দতিনে না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

(অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নকিট নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি— দুনয়িা ও আখরোতরে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নকিট ক্ষমা ও নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি— আমার দ্বীনদারি ও দুনয়িার, আমার পরবিার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গোপন ত্রুটসিমূহ ঢকেে রাখুন, আমার উদ্বগ্নিতাকে নরিাপত্তায় পরণিত করে দনি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে হফোযত করুন আমার সামনরে দকি থকেে, আমার পছিনরে দকি থকেে, আমার ডান দকি থকেে, আমার বাম দকি থকেে এবং আমার উপররে দকি থকেে। আর আপনার মহত্ত্বরে উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নীচ থকেে আকস্মকি আক্রান্ত হওয়া থকেে।)[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে আবু দাউদ (৫০৭৪), ইবনে মাজাহ (৩৮৭১) এবং আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

শাইখ আবুল হাসান আল-মুবারকপুরী (রহঃ) বলনে:

হাদসিরে কথা: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ (হে আল্লাহ্! আমি আপনার নকিট নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি): অর্থাৎ দ্বীনদিাররি নানা মুসবিত থকেে এবং দুনয়িাবী বপিদাপদ থকেে। কারো কারো মতে, রোগ-বালাই ও বপিদ-মুসবিত থকেে। কারো কারো মত, বপিদাপদরে সম্মুখীন করে এর উপর ধর্যৈ রাখা ও এই ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরীক্ষা না করা। الْعَافِيَةَ শব্দটি مصدر (শব্দমূল) কংিবা শব্দটি عافى শব্দ থকেে গঠতি اسم (বশিষ্যে)। 'আল-ক্বামূস' অভধিানে বলা হয়ছে: الْعَافِيَةَ: আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে প্রতরিক্ষা দান করা। عافاه الله تعالى من المكروه عفاء ومعافاة وعافية অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে রোগবালাই ও বপিদাপদ থকেে নরিাপত্তা দান করছেনে।

হাদসিরে কথা: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ (আমি আপনার নকিট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। الْعَفْوَ অর্থ পাপমোচন এবং পাপ মাফ করে দওেয়া।

হাদসিরে কথা: الْعَافِيَةَ অর্থাৎ দোষত্রুটি থকেে নরিাপত্তা।

হাদসিরে কথা: في ديني ودنياي অর্থাৎ দ্বীনি ও দুনয়িাবী বষিয়াবলীর ক্ষত্রেে।

[মারআতুল মাফাতীহ শারহু মশিকাতলি মাসাবীহ (৮/১৩৯)]

৫। আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দোয়ার মধ্যে

ছলি:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

(অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নয়োমত দূরীভূত হওয়া থকেে, আপনার দয়ো নরিাপত্তার পরবির্তন থকেে, আপনার আকস্মকি শাস্তি থকেে এবং আপনার সকল অসন্তুষ্টি থকেে আপনার কাছইে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সহহি মুসলমি (২৭৩৯)]

ইমাম মুনাওয়ি (রহঃ) বলনে:

التحويل অর্থ: কোন কছিুর পরবির্তন করা এবং অন্য কছিু থকেে সটো বচ্ছিন্নি হয়ে যাওয়া। যনে বান্দা সর্বক্ষণ নরিাপদ থাকার প্রার্থনা করছে। আর সটো হচ্ছে সকল প্রকার কষ্ট ও রোগবালাই থকেে নরিাপদ থাকা।[ফায়যুল কাদীর (২/১৪০)]

হাদসিরে বাণী: تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ অর্থ সুস্থতা অসুস্থতা দয়িে পরবির্ততি হওয়া এবং স্বচ্ছলতা দারদ্রি দয়িে পরবির্ততি হওয়া।[আওনুল মাবুদ শারহু সুনানে আবি দাউদ (৪/২৮৩)]

৬। আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতনে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

(অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বতেী রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থকেে)।[মুসনাদে আহমাদ (১২৫৯২), সুনানে আবু দাউদ (১৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৫৪৯৩); আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

ইমাম ত্বীবী বলনে: "তনিি সাধারণভাবে সকল রোগ থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করনেনি। কারণ কছিু রোগ আছে অস্থায়ী। এতে কষ্ট হালকা; কন্তিু ধর্যৈ ধরলে এর সওয়াব অধকি; যমেন- জ্বর, মাথা ব্যথ্যা, চোখ ওঠা। বরঞ্চ তনিি দীর্ঘস্থায়ী রোগ থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করছেনে। যে রোগগুলোর কারণে ঘনষ্ঠিজন দূরে সরে যায়, সমবদেনা জানানো ও চকিৎিসা দয়োর লোক কমে যায় এবং দুর্নাম ছড়ায়।"[আল-আযীম আবাদী "আওনুল মাবুদ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।